গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-৩ অধিশাখা।

|  |
| --- |
|  সংস্থা প্রধানসহ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী |
| সভাপতিঃ জনাব মোঃ মাকসুদুল হাসান খান সচিব  |
| তারিখ : ২৯/০২/২০১৬ খ্রিঃ  |
| সময় : বেলা ২:৩০ ঘটিকা।  |
| স্থান : মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।  |

 সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট ‘ক’ তে সংযুক্ত আছে।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-৩ অধিশাখা) ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ প্রথমে বিগত ২৬/০১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সংস্থাপ্রধানসহ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধন না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকৃত করা হয়।

৩। এরপর বিগত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন আলোচ্যসূচির ক্রমানুসারে উপস্থাপন ও বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় আলোচিত বিষয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ

৪। সাধারণ বিষয়াদি

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ৪.১ | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন।  | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পৃথকভাবে প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা পরিপালনে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ১। বহিঃ বিশ্বে মাংস রপ্তানির লক্ষ্যে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। চলতি অর্থ বছরে জানুয়ারী/১৬ পর্যন্ত মাংস রপ্তানী নিম্নরুপঃ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| জুলাই/১৫ হতে ডিসেম্বর /১৫ পর্যন্ত বিদেশে মাংস রপ্তানী | জানুয়ারি/১৬ বিদেশে মাংস রপ্তানী | জানুয়ারি/১৬ মাস পর্যন্ত মোট বিদেশে মাংস রপ্তানী |
| ৪১,০০০ কেজি | - | ৪১,০০০ কেজি |

এ ছাড়া গত ১৯/০১/২০১৬ তারিখে বিফ বোন চিবস ২২০ মেট্রিক টন চীন দেশে রপ্তানী করা হয়েছে।২। দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান আছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সিমেন উৎপাদনের মাত্রা নিম্নরুপঃ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| জুলাই/ ১৫ হতে ডিসেম্বর/১৫ মাস পর্যন্ত সিমেন উৎপাদন | জানুয়ারি/১৬ মাসে সিমেন উৎপাদন | জানুয়ারি/ ১৬ মাস পর্যন্ত মোট সিমেন উৎপাদন |
| ১৯,০৩,৩৩৯ মাত্রা | ৪,৩৩,২০৭ মাত্রা | ২৩,৩৬,৫৪৬ মাত্রা |

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কৃত্রিম প্রজননের সংখ্যা নিম্নরুপঃ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| জুলাই/ ১৫ হতে ডিসেম্বর/১৫ মাস পর্যন্ত কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা | জানুয়ারী/১৬ মাসে কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা | জানুয়ারী/ ১৬ মাস পর্যন্ত মোট কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা |
| ১৫,২২,৩৫৫ টি | ২,৯২,৭১৫ টি | ১৮,১৫,০৭০ টি |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| জুলাই/ ১৫ হতে ডিসেম্বর/১৫ মাস পর্যন্ত বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা | জানুয়ারী/১৬ মাসে বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা | জানুয়ারী/ ১৬ মাস পর্যন্ত মোট বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা |
| এড়ে- ৩,০৫,৭৬২ টিবকনা-২৩৯১৮৫ টি | ৫৪৫৭৩ টি৪২৬৫১ টি | ৩৬০৩৩৫ টি২৮১৮৩৬ টি |
| মোট- ৫৪৪৯৪৭ টি | ৯৭২২৪ টি | ৬,৪২,১৭১ টি |

 ৩। কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় পনির উৎপাদনকারীদেরকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। পার্শ্ববর্তী উপজেলা সমূহে বিষয়টির সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।৪। মহিষ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দেশের মানুষের দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে মহিষের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে মহিষের বাচ্চা উৎপাদিত হচ্ছে। জানুয়ারী/১৬ মাস পর্যন্ত মহিষের কৃত্রিম প্রজনন ও বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা নিম্নরুপ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| জুলাই/ ১৫ হতে ডিসেম্বর/১৫ মাস পর্যন্ত মহিষের কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা | জানুয়ারী/১৬ মাসে কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা | জানুয়ারী/ ১৬ মাস পর্যন্ত মহিষের মোট কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা |
| ২০৪ টি | ৭৬ টি | ২৮০ টি |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| জুলাই/ ১৫ হতে ডিসেম্বর/১৫ মাস পর্যন্ত মহিষের বাচ্চা উৎপাদন | জানুয়ারী/১৬ মাসে মহিষের বাচ্চা উৎপাদন সংখ্যা | জানুয়ারী/ ১৬ মাস পর্যন্ত মহিষের মোট বাচ্চা উৎপাদন সংখ্যা |
| এঁড়ে- ২১ টিবকনা-১৪ টি | এঁড়ে- ০৬ টিবকনা-০৮ টি | এঁড়ে- ২৭ টিবকনা- ২২ টি |
| মোট= ৩৫ টি |  ১৪ টি |  ৪৯ টি |

৫। সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় ভেড়া পালনকারীদেরকে প্রশিক্ষন ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে ৫৫টি জেলায় ৯৬০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ফলে ৯৬০০টি ভেড়ার খামারের উন্নয়ন হয়েছে। এ ছাড়া ০৫ টি উপজেলায় ১০০ জন খামারীকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য অর্থ ছাড় দেয়া হয়েছে। সেই সাথে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে। ২৯ টি জেলায় দরিদ্র ভেড়ার খামারীদের সেড নির্মানে সহায়তা হিসাবে ৩৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং জেলায় ৭৮ জন সফল ভেড়ার খামারীদের মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ১৩০০ খামারীকে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।৬। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগে পশুখাদ্য ও প্রাণিজাতখাদ্যে নিষিদ্ধ হেভীমেটাল (ক্রোমিয়াম), কেমিক্যালস (ফরমালিন), ঔষধ ইত্যাদি ভেজাল প্রতিরোধে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান আছে। তদানুযায়ী প্রশাসনের সহযোগিতা ও বিভাগীয় উদ্যোগে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান, প্রচার প্রচারনা, পশুখাদ্য ও প্রাণিজাত খাদ্য উৎস্যে ও বিক্রয় কেন্দ্রে পরিদর্শন/ মনিটরিং এবং সন্দেহজনক খাদ্য নমূনা পরীক্ষার জন্য গবেষণাগারে প্রেরণ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। জানুয়ারী/২০১৬ পর্যন্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| বিষয় | জুলাই/১৫ হতে ডিসেম্বর/ ১৫ পর্যন্ত | জানুয়ারী/১৬ মাসে | জানুয়ারী/ ১৬ পর্যন্ত মোট |
| মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা | ৫০ টি | ০৫ টি | ৫৫ টি |
| জব্দকৃত খাদ্যের পরিমান | ২,২৩,৩৫৫ কেজি | ৫৭,৫০০ | ২,৮০,৮৫৫ কেজি |
| বিনষ্টকৃত ভেজাল খাদ্যের পরিমান | ৪৬৫৯ কেজি | - | ৪৬৫৯ কেজি |
| মামলা ও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির সংখ্যা | ০২ জন | ০২ জন | ০৪ জন |
| আদায়কৃত জরিমানার পরিমান | ৭,৫৮,৫৪০ টাকা | ১,০০,০০০ টাকা | ৮,৫৮,৫৪০ টাকা |
| খাদ্য নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা | ১১৪৩টি | ১০৫ টি | ১২৪৮ টি |

পশুখাদ্য ও প্রাণিজাতখাদ্য এবং অন্যান্য উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পের বিবরণঃ Establishment of Quality Control Laboratory for safe animal originated food and food products প্রকল্পটির অনুমোদন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়াতে চিংড়ির পাশাপাশি দেশি প্রজাতির হিমায়িত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত মাছ রপ্তানি করা হয়। বিদেশে বসবাসরত বাঙ্গালী সম্প্রদায় মূলত এর মূল ভোক্তা। বিদেশে অনেক বাংলাদেশী ব্যবসায়ী আছে যারা মাছ ব্যবসায়ের সাথে জড়িত। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে জানুয়ারি,২০১৬ মাস পযন্ত ৩০,৯৪৭.৩৮ মে.টন হিমায়িত (Frozen) মাছ রপ্তানি করে ৩০৩.৭৯ মিলিয়ন ইউ এস ডলার এবং ৫,৩৩৭.৭৫ মে.টন বরফায়িত (Chilled) মাছ রপ্তানি করে ১৪.৯২ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতে বরফায়িত মাছ রপ্তানি করা হয় যার মূল ভোক্তা প্রবাসী ভারতীয় ও বাংলাদেশী।বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ আহরণে ইতোমধ্যে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে :মায়ানমার এবং ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ আইনি ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত বিশাল জলসম্পদকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, আহরণ ও উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নের লক্ষ্যে মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে কন্সালটেশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কন্সালটেশন ওয়ার্কশপে উপস্থাপিত সুপারিশমালার ভিত্তিতে বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, আহরণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ইতোমধ্যে স্বল্প, মধ্য ও র্দীঘমেয়াদী সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা (Plan of Action) প্রণয়ন করে প্রকাশনা আকারে প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত স্বল্প, মধ্য ও র্দীঘমেয়াদী পরিকল্পনা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কতিপয় স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। * পরিবেশ-বান্ধব মৎস্য আহরণের জন্য সকল প্রকার মৎস্য ট্রলারকে মিডওয়াটার ট্রলারে রূপান্তর করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৬১টি বটম ট্রলারকে মিড ওয়াটার ট্রলারে রূপান্তর করা হয়েছে।
* মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলারসমূহের গতিবিধি, অবস্থান ও পর্যবেক্ষণের জন্য ট্রলারসমূহে VTMS (Vessel Tracking Monitoring System) সংযোজন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৩৩টি ট্রলারে স্যাটেলাইট বয়া সংযোজন করা হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমায় মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা, মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিগত ১৫/০১/২০১৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে প্রণীত জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা-২০১৫ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে চূড়ান্তকরণ খসড়াটি পরিমার্জিত করে মন্ত্রি পরিষদ বিভাগে প্রেরণের বিষয়টি নির্ধারিত হবে।
* মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল মৎস্য নৌযান/ট্রলার সমূহকে লাইসেন্সিং এর আওতায় আনা হচ্ছে।
* বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রজনন মৌসুমে ডিমওয়ালা মাছ ও চিংড়ির নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং মাছের মজুদ সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানসম্মত সহনশীল আহরণ নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রতিবছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ দিন বঙ্গোপসাগরে বাণিজ্যিক ট্রলার দ্বারা সকল প্রকার মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
* অবৈধ, অনিয়ন্ত্রিত এবং গোচারীবিহীন (IUU) মৎস্য আহরণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ এবং তদারকি (MCS) কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে।
* সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ এবং অতি আহরণ নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন, বিধিসমূহ সংশোধন করা হচ্ছে।
* মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনা কৌশল, পদ্ধতি এবং আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে।
* ক্ষতিকারক মৎস্য আহরণ জাল-সরঞ্জাম সমূহ পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ করে পরিবেশ বান্ধব (Eco-friendly) জাল-সরঞ্জাম ব্যবহার করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
* অতি অভিপ্রায়নশীল (Migratory) এবং স্ট্র্যাডলিং প্রজাতির মৎস্য সম্পদ- টুনা, ম্যাকারেল ইত্যাদি ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থা যেমন Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Asia Pacific Fisheries International Commissiion (APFIC), Bay of Bengal Programme-International Government Organization (BOBP-IGO)-এর সাথে সহযোগিতা জোরদার করা হচ্ছে।
* গভীর সমুদ্রে উচ্চ অভিগমনপ্রবণ সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি আহরণের লক্ষ্যে Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)-এর সদস্যভূক্তির নিমিত্তে ২২ এপ্রিল ২০১৫ খ্রি. তারিখ বুসান, দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত Compliance Committee-এর ১২তম সভায় বাংলাদেশকে Co-operation Non Contracting Party হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকায় গভীর সমুদ্রে এবং আন্তজার্তিক জলসীমায় মৎস্য আহরণের নিমিত্ত আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ১০ (দশ)টি লং লাইনার প্রকৃতি ট্রলার/ মৎস্য নৌযানের ফিশিং লাইসেন্স প্রদানের জন্য বাংলাদেশী উৎসাহী উদ্যোক্তাদের /বিনিয়োগকারীদের নিকট হতে আবেদনপত্র আহবান করা হয়েছিল। লং লাইনার প্রকৃতির ট্রলার/মৎস্য নৌযানের ফিশিং লাইসেন্সের জন্য মোট ০৫ (পাঁচ)টি আবেদনপত্র পাওয়া গিয়েছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত আবেদনপত্র বাছাই কমিটির বিগত ০৪/০১/২০১৬ খ্রি. তারিখের সভায় যাচাই বাছাই সম্পন্ন করে আবেদনপত্রসমূহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জাতীয় মাছ ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্প এর আওতায় প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষা কাযক্রম, জাটকা নিধন প্রতিরোধ কাযক্রম, বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ বিতরণ এবং ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত এ সরকারের বিগত ৭ বছরে ১৫ জেলার ৮০ উপজেলার ২ লক্ষ ২৪ হাজার ১০২ জাটকা জেলে পরিবারকে মোট ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭৮১ মে. টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিগত ২০০৪-০৫ হতে ২০০৭-০৮ সাল পর্যন্ত জেলেদের মোট খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়েছিল ৬ হাজার ৯০৬ মে.টন। বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি কার্যক্রমের আওতায় বিগত ৭ বছরে ৩২ হাজার ৫০৯ জন সুফলভোগীকে জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ক্ষুদ্র ব্যবসা, হাঁস-মুরগি পালন, গরু-ছাগল পালন, ভ্যান/ রিক্সা ক্রয়, সেলাই মেশিন, ইলিশ ধরার জাল প্রদান, খাঁচায় মাছ চাষ ইত্যাদি আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন যেখানে ২০০৮-০৯ সনে ছিল ২.৯৯ লক্ষ মেঃটন, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৮৭ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে।চিংড়িতে অপদ্রব্য পুশ বন্ধের জন্য মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, ঢাকা, চট্রগ্রাম ও খুলনা কর্তৃক মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালনা করা হয়। পুশকৃত মাছ/চিংড়ি যেন বিদেশে না যায় সেজন্য বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়। যেমন- মোবাইল কোর্ট/ অভিযান, কারখানা পরিদর্শন, ডিপো/ আড়ত, অবতরণ কেন্দ্র ডকুমেন্ট পরিদর্শন। তাছাড়া মৎস্য ও চিংড়ি খামারে স্টেরয়েড, হরমোন ও রাসায়নিক দ্রব্য এর ব্যবহার মনিটরিং এর জন্য ২০০৮ সালে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-১৯৯৭ সংশোধন করে উপযুক্ত বিধি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সময়ে HACCP কর্মসূচীর অংশ হিসেবে প্রতিটি কারখানায় মেটাল পুশ রোধের জন্য মেটাল ডিটেক্টর বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহারের বিধান করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এভাবে মেটাল পুশের সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-১৯৯৭ (২০০৮ ও ২০১৪ সালে সংশোধিত) বিধি -২১ ও ২২ এর আওতায় মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ শাখা হতে প্রতি বছর NRCP (National Residue Control Plan) কর্মসূচির মাধ্যমে মৎস্য ও চিংড়ি চাষের খামার হতে মাছ/চিংড়ি ও মৎস্য খাদ্য ইত্যাদি নমুনা সংগ্রহপূর্বক স্টেরয়েড, স্টিলবিন, ক্ষতিকারক ঔষধ ও রাসায়নিক পদার্থ পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা কর্তৃক চলতি ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে মোট ৪টি মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালিত হয়েছে। মোবাইল কোর্ট/অভিযানের মাধ্যমে ৩৫,০০০.০০ টাকা জরিমানা এবং ২০০ কেজি চিংড়ি বিনষ্ট করা হয়েছে। বর্ণিত সময়ে কারখানার জরিমানার পরিমাণ ছিল মোট ১০,৬১,৫০০.০০ টাকা এবং মোট ৪৫৯টি ঘোষিত রপ্তানি কনসাইনমেন্ট পরিদর্শন করা হয়। এ সময় কারখানা রুটিন পরিদর্শনের সংখ্যা ছিল ৫৭টি। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ২১৩টি মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালিত হয়েছে। মোবাইল কোর্ট/ অভিযানের মাধ্যমে ৮৯,৩৩,০০০ টাকা জরিমানা এবং ২০,৮২৪ কেজি চিংড়ি ও ২০০ কেজি সাদা মাছ বিনষ্ট করা হয়েছে এবং ৫ জনকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্ণিত সময়ে কারখানার জরিমানার পরিমাণ ছিল মোট ৫,৪৫,০০০ টাকা এবং মোট ৪,৮৬৪ টি ঘোষিত রপ্তানি কনসাইনমেন্ট পরিদর্শন করা হয়। এ সময় কারখানা রুটিন পরিদর্শনের সংখ্যা ছিল ৫৭৯টি।বর্তমানে বাংলাদেশ হতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে Value Added মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য পাঠানো হয় যেমন-Frozen (Cooked, fresh, peeled & divine), Salted & dried। বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত চিংড়ি ও মৎস্যপণ্যের প্রায় ৭০% Value Added হিসেবে রপ্তানি হয়ে থাকে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে INFOFISH নামক Inter Governmental Organization ready to cook fillet প্রস্তুত করার প্রযুক্তি বাংলাদেশে হস্তান্তরের জন্য ২০১১ সালে Common Fund for Commodities (CFC)/FAO এর সহায়তায় একটি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে মেসার্স এসবি গ্রুপ অনুরূপ একটি মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ-আমেরিকান এগ্রো কমপ্লেক্স প্রাঃ লিঃ ও মেসার্স সি রিসোর্ট লিঃ নামক প্রতিষ্ঠান ready to cook মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপনের কাজ করছে। ইতোমধ্যে কুমিল্লার একটি প্রতিষ্ঠান, Sea Mark (BD) চট্টগ্রাম, Saint Martin Seafood, খুলনা, BD Seafoods, চট্টগ্রাম, গোল্ডেন হারভেস্ট, গাজীপুর প্রতিষ্ঠান সমূহ high value added fish product যেমন: Fish Ball, Fish Nugget, Fish Finger ইত্যাদি প্রস্তুত করে স্থানীয় বাজারে সরবরাহ করছে।বাংলাদেশে প্রকৃতি থেকে আহরণকৃত কাকড়া, কুচিয়া ইতোমধ্যে দেশের বাইরে রপ্তানি করা হচ্ছে। বর্তমান ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই/১৫ হতে জানুয়ারি/১৬ পর্যন্ত কাঁকড়া, কুচিয়া রপ্তানীর পরিমাণ ছিল: ৭,৭৫৪.৮২ মে.টন ও মূল্য ছিল ১৫.৫ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার। উল্লেখ্য, বিগত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কাঁকড়া, কুচিয়া রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১২,৫৫৭.৪২ মে. টন ও মূল্য ছিল ২৫.৬৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহ ও সদয় নির্দেশনায় দেশে কাঁকড়া ও কুচিয়ার চাষ জনপ্রিয় করে তোলা, কাঁকড়া ও কুচিয়া চাষ বিষয়ক নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে দক্ষতা উন্নয়ন এবং উৎপাদিত কাঁকড়া ও কুচিয়া রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮ মেয়াদে **‘‘বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ ও গবেষণা’’** শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের ৭টি বিভাগের ২৯টি জেলা ও ৬৩টি উপজেলায় এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কাঁকড়া ফ্যাটেনিং, কুচিয়া চাষ ইত্যাদি বিষয়ে ৬,৭৮০ জন সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রকল্প এলাকায় পুকুরে ও খাঁচায় মোট ৮৯৭ টি কাঁকড়া ফ্যাটেনিং এর প্রদর্শনী এবং মোট ২৭০টি কুচিয়া চাষের প্রদর্শনী স্থাপন করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এছাড়া স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাঁকড়ার পোনা উৎপাদনের জন্য প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার জেলায় একটি কাঁকড়া হ্যাচারি নির্মাণ করা হবে।মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় কেবলমাত্র উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে হস্তান্তরিত জলমহালসমূহ মৎস্যজীবীদের অংশগ্রহণে সংগঠিত সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করে জলমহালের জৈব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয়। তবে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী জলমহাল ব্যবস্থাপনায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মৎস্য অধিদপ্তরের ভূমিকা গৌণ, জেলা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কমিটিতে একজন সদস্য। জেলা পর্যায়ের জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক এবং সদস্য সচিব রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি)। উপজেলা পর্যায়ের জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সদস্য সচিব সহকারী কমিশনার (ভূমি)। দেশে বিদ্যমান জলমহাল ব্যবস্থাপনায় অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রকৃত জেলেদের চিহ্নিত করে নিবন্ধকরণ ও পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় “জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান” প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১৪ লক্ষ ২৮ হাজার জেলের নিবন্ধন করা হয়েছে, ১০ লক্ষ ৫০ হাজার জেলের ছবি উঠানো হয়েছে এবং ১০ লক্ষ ৫০ হাজার জেলের পরিচয়পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দূর্যোগের (ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস) কারণে নিহত বা বাঘের আক্রমনে, সাপের কামড়ে অথবা কুমিরের কামড়ে নিহত জেলে পরিবারের পুনর্বাসনে সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে “জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প” এর আওতায় এ পর্যন্ত ১৬টি জেলার ২৮টি উপজেলার ২৪৭ জন নিহত জেলে পরিবারের মধ্যে সর্বমোট ১,১৯,৭০,০০০.০০ (এক কোটি উনিশ লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।জলজ সম্পদের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের নিমিত্ত জলাশয় সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের সমন্বয়ে সমাজভিত্তিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম স্থাপন একটি অন্যতম কারিগরি কৌশল। বিগত ৫ বছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে ৬৫৮টি এবং স্থানীয় উদ্যোগে ১৬টি অভয়াশ্রমসহ ৬৭৪টি অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। এসব অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে প্রজনন ও বংশ বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতি যথা-চিতল, ফলি, বামোস, কালিবাউস, আইড়, টেংড়া, মেনি, রাণী, সরপুঁটি, মধু পাবদা, রিটা, কাজলী, চাকা, গজার, তারা বাইম ইত্যাদি মাছের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। ফলে বছরে প্রায় ৩ হাজার মে.টন মাছ অতিরিক্ত উৎপাদিত হচ্ছে।মাছে ফরমালিন মিশ্রণ রোধকল্পে মনিটরিং, আইন প্রয়োগ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় “মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প” জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রতি বিভাগে ও প্রতি জেলায় ১টি করে মোট ৮০টি ফরমালিন কিটবক্স বিতরণ করা হয়েছে। ঢাকা সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১০,০০০টি সচেতনতামূলক সভা, ৫৪,৬৭৫জন মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্য আড়ৎদার, মৎস্যজীবি/ জেলে প্রতিনিধি, ৫০০০ জন মৎস্য বাজার ও মৎস্য আড়ৎ ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধি ও ৭৭৫ জন মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৪১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারা দেশব্যাপী ৮,১৬৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে । যার মাধ্যমে ৫৬.৭৭ লক্ষ টাকা জরিমানা, ৮.৮৮ টন মাছ বিনষ্ট, ০৭ জনকে ০১ মাসের জেল প্রদান করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ফরমালিন প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কার্যক্রম সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায় প্রস্তুতি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মৎস্য পণ্যের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী খুলনা, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় ৩টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি রয়েছে। এছাড়াও রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কক্সবাজার, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে PCR (Polymerase chain reaction) ল্যাবরেটরি রয়েছে। প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ল্যাবরেটরি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন এবং কোন কোন দেশে কি রপ্তানি হচ্ছে তার নামসহ প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে অগ্রগতি প্রতিবেদন (প্রতিশুতি ও নির্দেশনাসমূহ পৃথকভাবে) মন্ত্রণালয়ে দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | সকল সংস্থা প্রধান ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।  |
| ৪.২ | এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA) প্রস্ত্তত করণ। | উপসচিব (প্রশাসন-২) সভাকে অবহিত করেন যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) জুলাই-,২০১৫ থেকে জানুযারি,২০১৬ পর্যন্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য উপসচিব (মৎস্য-১) ও আইসিটি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নিকট ১৬/০২/২০১৬ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি অবহিত করেন যে, APA এর অগ্রগতি ভাল। তবে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন ১০৯%, বিল নার্সারী স্থাপন ১৯% এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে ছাগলের বাচ্চা উৎপাদন ২৮% এ তিন বিষয়ে অগ্রগতি কম। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের APA বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে এবং অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটেও হালনাগাদ করা হচ্ছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের APA বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে এবং অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটেও হালনাগাদ করা হচ্ছে। **বিএলআরআইঃ** বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-এর ২০১৬-১৭ খসড়া মন্ত্রণালয়ে ইতিমধ্যে (হার্ডকপি ও সফট কপি) প্রেরণ করা হয়। **বিএফআরআইঃ** বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য একটি খসড়া প্রণয়ন করে গত ২২/১১/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। **বিএফডিসিঃ** বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-এর খসড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যা দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করা হবে।**মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-এর খসড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।যেসকল বিষয়ে অগ্রগতি কম হয়েছে সেসকল বিষয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদানের জন্য সচিব মহোদয় সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।  | APA-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ (হার্ড কপি ও সফট কপি) ও মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং মন্ত্রণালয়ের উইং প্রধানগণ কর্তৃক APA-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত পযালোচনা করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। মৎস্যের আবাসস্থল উন্নয়ন, বিল নার্সারী স্থাপন এবং ছাগলের বাচ্চা উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জনে সংশ্লিষ্ট দপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | সকল সংস্থা প্রধান/ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা |
| ৪.৩ | আইন/ বিধিমালা প্রণয়ন।  | উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন) সভাকে অবহিত করেন যে, **(ক)** **‘‘মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৬’’:** “মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৬ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। অনুমোদিত হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। **(খ)** **প্রস্তাবিত ‘‘মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন/২০১৬:** মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৬ এর উপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে আইন ও বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বন অধিদপ্তর এবং অর্থ বিভাগ হতে মতামত পাওয়া গেছে। উক্ত মতামতে প্রস্তাবিত আইনের সংগে কিছু বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের মতামতের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ০৪-০২-২০১৬ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তর আলোকে প্রস্তাবিত আইন সংশোধন করা হচ্ছে। **(গ)** **‘‘পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা,২০১৬’’:** লেজিসলেটিভ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বর্ণিত বিধিমালার প্রাথমিক খসড়ার (Rudimentary draft) উপর প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মতামতের উপর গত ০৬-১২-২০১৫ তারিখে অভ্যন্তরীন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে মতামত সংশোধনকরতঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে প্রস্তাব পাওয়া গেছে। উক্ত বিধিমালা চূড়ান্তকরণের জন্য গত ৩১/০১/২০১৬ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে অধিদপ্তর হতে সংশোধিত বিধিমালা পাওয়া গেছে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হবে। **(ঘ)** **‘‘বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন,২০১৬’’:**  “বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন, ২০১৬” মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে সারসংক্ষেপ এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। নথি উপস্থাপন করা হবে। **(ঙ) প্রাণিকল্যাণ আইন-১৯২০ শীর্ষক আইনের পরিবর্তে একটি নতুন আইন প্রণয়নঃ** প্রাণিকল্যাণ আইন, ২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্ত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে। **(চ) অবৈধ কারেন্ট জালঃ** এ বিষয়ে এ্যাটর্ণী জেনারেল অফিসের সংগে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। চেম্বার জজ কর্তৃক প্রদত্ত স্থগিতাদেশ বিধি মোতাবেক বর্ধিত হয়েছে মর্মে এওআর প্রত্যয়ন পত্র দিয়েছেন। জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জকে তা অবহিত করা হয়েছে। **(ছ) জাতীয় ডেইরী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৬ এবং জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নীতিমালা-২০১৬:** জাতীয় ডেইরী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৬ ও জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১৬ চূড়ান্ত করার জন্য গত ২৭-০১-২০১৬ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় নীতিমালা ও আইন চূড়ান্তকরণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি ২৮-০২-২০১৬ তারিখের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করবে। **(জ)** **সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালাঃ** সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালার খসড়ার উপর একাধিক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মতামত প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছিল। তৎপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগ হতে মতামত পাওয়া যায়। প্রাপ্ত মতামতের আলোকে “জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমিালা-২০১৬” এর উপর বিগত ১৭/০২/২০১৬ তারিখে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নীতিমালাটি পুনর্গঠন করে শীঘ্রই মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। **(ঝ) মেরিন ফিশারিজ একাডেমির গঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত আইন প্রণয়নঃ** মেরিন ফিশারিজ একাডেমির গঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের জন্য ০৭/০২/২০১৬ তারিখ একটি সভা আহ্বান করা হয়েছে। **(ঞ) বাংলাদেশ ভেটিরিনারি কাউন্সিল আইন, ২০১৬:** বাংলাদেশ ভেটিরিনারি কাউন্সিল আইন, ২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ২০/০১/২০১৬ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার কাযবিবরণী প্রস্তুতকরা হয়েছে।  | **(ক)** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দ্রুত প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(খ)** বিষয়টি Follow up অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(গ)** দ্রুত লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(ঘ)** দ্রুত সার-সংক্ষেপ প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।**(ঙ)** দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।**(চ)**বিষয়টি Follow up অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(ছ)** আইন ও নীতিমালার বিষয়টি একই সভায়উপস্থাপন করে চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(জ)** দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।**(ঝ)**মেরিন ফিশারিজ একাডেমির গঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত আইন দ্রুত চূড়ান্তকরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(ঞ)**বাংলাদেশ ভেটিরিনারি কাউন্সিল আইন,২০১৬ চূড়ান্তকরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | DG, DLS/ DG, DOF/ অতিঃ সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১)/ উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন/ উপসচিব-মৎস্য-৪/ প্রাণিসম্পদ-৩)/ অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি |
| ৪.৪ | জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের অফিস ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন।   | (১) উপসচিব (প্রশাসন-২) সভাকে অবহিত করেন যে, এ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা ফেব্রুয়ারি ২০১৬ মাসে জেলা/ উপজেলা পরিদর্শন করেছেন। (২) মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের পরিদর্শন ছাড়াও উপজেলার কাযক্রম ও বাস্তবায়নাধীন যে কোন প্রকল্পের কাজ তদারকি ও পরিদর্শন জোরদার করার বিষয়ে জেলা পযায়ের কর্মকর্তাদের তাঁদের তৎপরতা আরও বৃদ্ধি করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। মার্চ ও এপ্রিল ২০১৬ মাসে মাঠ পযায়ে এফসিডিআই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান আছে। তাই উক্ত ০২ মাসে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রতিমাসে একাধিকবার জেলা/ উপজেলা পযায়ের অফিস ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় বাস্তবায়নাধীন (এফসিডিআইসহ) প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  | (১)জেলা/উপজেলা পযায়ের অফিস ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ (এফসিডিআইসহ)পরিদর্শনপূর্বক সফলতার/ ভাল দিকসমূহ উল্লেখ করার সাথে সাথে ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ যথাযথভাবে উল্লেখপূর্বক দ্রুত প্রতিবেদন সচিব বরাবর দাখিল ও নির্ধারিত ছকানুযায়ী সভায় আলোচনাযোগ্য তথ্য উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। মার্চ ও এপ্রিল ২০১৬ মাসে একাধিকবার জেলা/ উপজেলা অফিস ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ (FCDIসহ) পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।(২) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাগণ তাঁদের তদারকি/ পরিদর্শন কাযক্রম জোরদার করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | DG, DoF/ DG, DLS/ উপসচিব (প্রশাসন-২/ প্রশাসন-৩) ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |
| ৪.৫  | মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে (প্রাইভেট চ্যানেলসহ) টক-শো প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।  | সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়মিত রেডিও ও টেলিভিশনে (বেসরকারি চ্যানেলসহ) প্রচারের নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জন্য আলাদা আলাদা সেল গঠন করার নিমিত্ত সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, বিগত ০৬/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখে ধনবাড়ী উপজেলায় কৃষিবিদ ড. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক এম পি মহোদয়ের উপস্থিতিতে এবং ০৭/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখে সিংড়া উপজেলায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক মহোদয়ের উপস্থিতিতে নিবন্ধনকৃত জেলেদের মাঝে আইডি কার্ড বিতরণ করা হয় যা ­সন্ধ্যা ৬.০০ ঘটিকায় প্রচারিত হয়। বিগত ০৮/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখে নাসিরনগর উপজেলায় নিবন্ধনকৃত জেলেদের মাঝে আইডি কার্ড বিতরণ করা হয় যা সমকাল পত্রিকায় প্রচারিত হয়। বিগত ১১/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখে মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব গাজী ম.ম আমজাদ হোসেন মিলন মহোদয়ের উপস্থিতিতে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলায় নিবন্ধনকৃত জেলেদের মাঝে আইডি কার্ড বিতরণ করা হয় যা MyTV তে বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় প্রচারিত হয়।বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রতিদিন সকাল ৭:৩০ মিনিটে ‘‘বাংলার কৃষি’’ অনুষ্ঠানে ৫ মিনিট ব্যাপী মৎস্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রচারিত হয়।এছাড়া প্রতি সপ্তাহে ‘দেশ আমার মাটি আমার’ ও ‘সোনালী ফসল’ নামে ১টি করে ২টি প্রামাণ্য অনুষ্ঠান এবং মাসে মোট ৮টি প্রামাণ্য অনুষ্ঠান বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত হচ্ছে।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ বেতারে কৃষি বিষয়ক জাতীয় ও আঞ্চলিক অনুষ্ঠানে ‘‘দেশ আমার মাটি আমার’’ এবং সোনালী ফসল’ প্রচারিতব্য প্রাণিসম্পদ বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ‘‘দেশ আমার মাটি আমার’’ অনুষ্ঠানে সন্ধ্যা-৭.০৫ মিঃ মাঘ মাসের ১ম সপ্তাহে বার্ড ফ্লু নিয়ন্ত্রনে জৈব নিরাপত্তা ও এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকার ব্যবহার সম্পর্কে**, ২য় সপ্তাহে হাসের ডাক প্লেগ রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে, ৩য় সপ্তাহে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গাভীর জাত উন্নয়ন সম্পর্কে ও ৪র্থ** সপ্তাহে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় মুরগি খামার, মিরপুর, ঢাকার উদ্ভাবিত ডিম ও মাংস উৎপাদনশীল মুরগির জাতের উপযোগিতা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বাংলাদেশ বেতারে ইতোমধ্যে প্রচারিত হয়েছে। সেই সাথে কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের ‘‘সোনালী ফসল’’ অনুষ্ঠানেও সন্ধ্যা- ৬.০৫ মিঃ মাঘ মাসের ১ম সপ্তাহে গর্ভবতী বকনা ও গাভীর যত্ন সম্পর্কে, ২য় সপ্তাহে গাভীর ওলান প্রদাহ (মেসটাইটিস) রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে, ৩য় সপ্তাহে শীতকালে মুরগির বাচ্চা পালনে করনীয় সম্পর্কে ও ৪র্থ সপ্তাহে গরু মোটাতাজাকরণে আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে বাংলাদেশ বেতারে ইতোমধ্যে প্রচারিত হয়েছে। বিএফআরআই ও বিএলআরআই-এর গবেষণা নিয়মিত প্রচার করার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  | সময়োপযোগী ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়মিত প্রচারের নিমিত্ত বাৎসরিক রোডম্যাপ প্রস্তুতপূর্বক তদানুযায়ী রেডিও টেলিভিশনে (বেসরকারি চ্যানেলসহ) প্রচার এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।বিএফআরআই ও বিএলআরআই-এর গবেষণা নিয়মিত প্রচার করারও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | DG, DoF/ DG, DLS/ DG, BFRI/ DG, BLRI/ উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/ শাখা  |
| ৪.৬ | অডিট আপত্তি।  | সহকারী সচিব (প্রশাসন-৪) সভাকে অবহিত করেন যে, উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থা হতে বেশ কিছু ত্রিপক্ষীয় সভার কাযপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা অফিস কর্তৃক তারিখ নির্ধারিত না হওয়ায় ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে না। উক্ত বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ নিয়মিত সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে শীঘ্রই ত্রিপক্ষীয় সভা আহ্বানের বিষয়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন এবং বিষয়টি মন্ত্রণালয়কে টেলিফোনে অবহিত করেছেন। এ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের ক্রমপুঞ্জিত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির বিভাগওয়ারী জানুয়ারি ২০১৬ মাসের তথ্যাদি ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে যা নিম্নরূপঃ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/ অধিদপ্তর ও সংস্থার নাম | মোট আপত্তির সংখ্যা (১৯৭২ হতে) | ক্রমপুঞ্জিত নিষ্পত্তির মোট সংখ্যা (১৯৭২ হতে) | হালনাগাদ অনিষ্পন্ন মোট আপত্তির সংখ্যা | গত মাসে সম্পাদিত দ্বিপক্ষীয় সভার সংখ্যা | গত মাসে সম্পাদিত ত্রিপক্ষীয় সভার সংখ্যা | মন্তব্য |
| মওপম | ১১ | - | ১১ | - | - | - |
| ডিএলএস | ৮৫০৫ | ৫৭৪৩ | ২৭৯২ | ০৪ | - | - |
| ডিওএফ | ১৩০৫৪ | ৯০৬৫ | ৩৯৮৯ | ০১ | ০১ | - |
| বিএফডিসি | ১৮১৫ | ১১৭৭ | ৬৩৮ | - | - | - |
| বিএফআরআই | ৬১২ | ৪৮৮ | ১২৪ | - | - | - |
| এমএফএ | ২৩ | ১১ | ১২ | - | - | - |
| মপ্রাতদ | ৫ | ২ | ৩ | - | - | - |
| বিভিসি | ৪৫ | ৩১ | ১৪ | - | - | - |
| বিএলআরআই | ২৮২ | - | - | - | - | - |

মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যাপারে ত্রিপক্ষীয় সভা আহ্বানে সহযোগিতার জন্য সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে আধাসরকারি (ডিও) দেয়ার ব্যাপারে সচিব মহোদয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন।  | নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তিকরণ এবং ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের জন্য সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে আধাসরকারি (ডিও) পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (প্রশাসন)/ সহকারী সচিব (প্রশা-৪)  |
| ৪.৭ | মামলা/ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি   | উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন) সভাকে অবহিত করেন যে, মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর/দপ্তরের মোট মামলার সংখ্যা ৬৫৯। মামলার তালিকা হালনাগাদ করা হয়েছে।**মৎস্য অধিদপ্তরঃ** বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরের সর্বমোট মামলার সংখ্যা ৫৭৭টি। চলতি মাসে চিংড়ি বিষয়ক ৩টি মামলা নিস্পত্তি হয়েছে। মামলাসমূহ নিয়মিত Follow up করা হচ্ছে এবং দ্রুত নিস্পত্তির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জানুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত মামলার হালনাগাদ তথ্যাদি নিম্নরুপ: ১। জজকোর্টের মামলা- ১২ টি২। হাইকোর্টের মামলা - ৫০ টি ৩। সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে - ০৭ টি৪। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে- ০৪ টি এবং৫। মোবাইল কোর্ট মামলা- ০৪ টি।**বিএফআরআই**: বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটে ১২টি মামলা রয়েছে। মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে Follow up করা হচ্ছে। **বিএলআরআই** : রিট মামলাগুলো চলমান/ প্রক্রিয়াধীন। **বিএফডিসি**: বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের বর্তমানে মোট ৭৯টি মামলা বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে প্রধান কাযালয় কর্তৃক পরিচালিত মহামান্য হাইকোর্টে রিট মামলা ১৮টি, আপিল বিভাগে ০১টি, জেলা জজ আদালতে ১১টি, ফৌজদারি আদালতে ০৮টিসহ মোট ৩৮টি মামলা রয়েছে। এছাড়া বহিঃস্থ ইউনিটে মোট ৪১টি মামলা রয়েছে। উক্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির জন্য নিয়মিত Follow up করা হচ্ছে।  | অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ নিয়মিত Follow up এবং দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা  |
| ৪.৮ | পেনশন কেইস দ্রুত নিষ্পত্তি।  | অর্থ মন্ত্রণালয়ের গত ২৮/০১/২০১৪ তারিখের সার্কুলার অনুযায়ী পেনশন কেইস দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। উক্ত সার্কুলারে উল্লেখ রয়েছে যে, ‘‘সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এলপিআর/ পিআরএল-এ গমণের পূর্বের ০৩ বছরের রেকর্ডের ভিত্তিতে না-দাবি প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহপূর্বক পেনশন কেইসগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।’’ এ সার্কুলারের আলোকে ভবিষ্যতে নিয়মিতভাবে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পেনশন কেইসগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে কোন অডিট আপত্তি আছে কিনা সে বিষয়ে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে জবাব দেয়ার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অধিশাখার উপসচিব জানান যে, **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** চলতি মাসে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ০২ জন কর্মকর্তার পেনশন কেইস নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ০৩ জন কর্মকর্তার পেনশন কেইস নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** চলতি মাসে মৎস্য-১ অধিশাখায় কোনো পেনশন কেইস পাওয়া যায়নি। তাছাড়া বর্তমানে কোন পেনশন কেইস অত্র শাখায় পেন্ডিং নেই।  | অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার পেনশন কেইসগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | DG, DOF/ DG, DLS/ উপসচিব (প্রাস-১ ও মৎস্য-১) |
| ৪.৯ | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হালনাগাদ গাড়ির সংখ্যা নির্ধারণ।  | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) সভায় জানান যে, হলুদ প্লেটের গাড়ীর বিষয়ে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি স্থায়ী আদেশ জারীর নিমিত্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় হতে গত ১২/০১/২০১৬ তারিখে একটি খসড়া সার-সংক্ষেপ চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ(ক)** মৎস্য অধিদপ্তরের হলুদ প্লেটের গাড়ীগুলোর বিষয়ে এনবিআর এ পুনঃ যোগাযোগ করে জানা যায় এনবিআর হলুদ প্লেটের তিনটি গাড়ির তথ্য জানানোর জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম কাস্টমস-এ পত্র দিয়েছে। কাস্টমস থেকে তথ্য জানার পর পরবর্তী অগ্রগতি জানা যাবে। ইতোমধ্যেই এনবিআর এ কার্যক্রমের তথ্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। দপ্তরের হলুদ প্লেটের গাড়ির ট্যাক্স পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়ে এনবিআর এর মতামত চাওয়া হলে এখন পর্যন্ত কোন মতামত পাওয়া যায়নি। **(খ)** সম্প্রতি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) হতে প্রাপ্ত ২টি হলুদ প্লেটের গাড়ী মৎস্য অধিদপ্তরের নামে নিবন্ধন করা হয়েছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১৫/১১/২০১৫ খ্রি: তারিখের নং-প্রাসঅ/২এ/গপেকা-৬৭/২০১৫/১২৩৯ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে হলুদ প্লেটের যানবাহনগুলো মেরামত, ব্যবহার বা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রতিটি গাড়ীর বিবরণ ও কাগজপত্রের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে Follow up অব্যাহত আছে। **বিএলআরআইঃ** এটক-১৮৪ নম্বর মাইক্রোবাসটি জাইকা কর্তৃক অনুদান হিসেবে বিএলআরআইকে ন্যস্ত করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিধি মোতাবেক সিডি ভ্যাট-এর অর্থ পরিশোধ করাসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করে আবেদন করা হয়েছে।  | মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিএলআরআই-এর হলুদ প্লেটের গাড়ীর ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে পরবর্তী কাযক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ বাজেট)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১/ প্রাণিসম্পদ-২)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (মৎস্য-১)/ সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/ শাখা   |
| ৪.১০ | এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত বাৎসরিক প্রতিবেদন পুস্তকাকারে প্রকাশ। | মন্ত্রণালয়ের কাযক্রম সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য পূর্বের কমিটির ন্যায় চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের নেতৃত্বে নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠনের বিষয়ে সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। **(ক)** চেয়ারম্যান, বিএফডিসি সভাপতি**(খ)** উপসচিব (প্রশাসন-২), এ মন্ত্রণালয় সদস্য**(গ)** উপসচিব (মৎস্য-৩), এ মন্ত্রণালয় -ঐ-**(ঘ)** উপপরিচালক (উপসচিব), মপ্রাতদ সদস্য-সচিবউপপরিচালক (উপসচিব), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর সভাকে জানান যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কাযক্রম সম্পর্কিত বাৎসরিক প্রতিবেদন পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়েছে এবং তা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের কাযক্রম সম্পর্কিত পরবর্তী বাৎসরিক প্রতিবেদন পুস্তকাকারে ৩০/৯/২০১৬ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য সচিব মহোদয় সংশ্লিষ্ট কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান করেন। | মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থার বার্ষিক কাযক্রমের পরবর্তী সংখ্যা ৩০/৯/২০১৬ তারিখের মধ্যে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | চেয়ারম্যান, বিএফডিসি/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ মৎস্য/ বাজেট)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১/ প্রাণিসম্পদ-২)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপপরিচালক, মপ্রাতদ/ উপসচিব (প্রশাসন-২)  |
| ৪.১১ | জনবলের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** PDS সফটওয়্যার এর মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরের জনবলের ডাটাবেইজ তৈরীর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বিগত ১৭.০১.২০১৬ তারিখের পত্র নং-৩৩.০২.০০০০.১২৩.১০. ০০০.১২-০৪ এর মাধ্যমে প্রথম শ্রেণির ৫৯৮জন ক্যাডার কর্মকর্তা এবং ২১৮ জন নন-ক্যাডার কর্মকর্তার ডাটাবেইজ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** জনবলের ডাটাবেজ তৈরীর কাজ চলমান আছে।**বিএলআরআইঃ** গত ২০/০১/২০১৬ তারিখে স্মারক নং-বিএলআরআই/এম-২৫/২০১৬/১২৩ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে ১ম শ্রেণির জনবলের ডাটাবেট প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। **বিএফডিসিঃ** ইতিমধ্যে কর্পোরেশনের জনবলের ডাটাবেইজ ও ১ম শ্রেণির সকল কর্মকর্তাদের ডাটাবেইজ তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ডাটাবেইজ প্রস্তুত না হওয়ায় সচিব মহোদয় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। একইসঙ্গে আগামী মাসিক সমন্বয় সভার পূর্বেই প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ডাটাবেইজ প্রস্তুতপূর্বক তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্যও নির্দেশনা প্রদান করেন।  | আগামী মাসিক সমন্বয় সভার পূর্বেই প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জনবলের ডাটাবেইজ তৈরী এবং প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের ডাটাবেইজ (সফট ও হার্ড কপি) মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রশাসন শাখায় প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (মৎস্য-১/ প্রাণিসম্পদ-১/ মৎস্য-৫)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাণিসম্পদ-২)/ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা |

**অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত**

৫। মৎস্য অধিদপ্তর

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য  | বাস্তবায়নে |
| ৫.১ | মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের (নন-ক্যাডার) নিয়োগবিধি সংক্রান্ত।  | উপসচিব (মৎস্য-১) সভায় জানান যে, গত ১৫/৫/২০১৪ তারিখে ২৪২ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে নন-ক্যাডার নিয়োগ বিধিমালা-২০১৩ চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচিত তথ্যাদি এ মন্ত্রণালয় হতে গত ২৯/১০/২০১৪ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। গত ২৪/১২/২০১৫ তারিখে এ বিষয়ে পুনরায় অনুরোধ জানিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) সভাকে জানান যে, এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিবের সাথে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তেমন অগ্রগতি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। আলোচ্য বিষয়ে পুনরায় তাগিদ দেয়ার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। | এ বিষয়ে তাগিদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ DG, DOF/ উপসচিব (মৎস্য-১)।  |
| ৫.২ | মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে পদ সৃজন।  | উপসচিব (মৎস্য-১) সভায় জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে ১৫৩১টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদানের জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে ০৯/৮/২০১৫ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে তাগিদ দেয়ার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  | এ বিষয়ে তাগিদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ DG, DOF/ উপসচিব (মৎস্য-১)। |

৬। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  ৬.১ | ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় পোল্ট্রি ফার্ম এবং ফিডমিল রেজিস্ট্রেশন। | মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, গবাদিপশু ও পোল্ট্রি ফার্ম রেজিষ্ট্রেশন ফি নির্ধারণ সম্পর্কিত বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন জানুয়ারী/১৬ পর্যন্ত হালনাগাদ সংশোধিত নিবন্ধিত খামারের সংখ্যা নিম্নরুপঃ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| খামার | ডিসেম্বর/ ১৫ পর্যন্ত | জানুয়ারী/ ১৬ মাসে | জানুয়ারী/১৬ পর্যন্ত সর্বমোট |
| গাভীর খামার | ৫৭,৯৯৭ | ২৭ | ৫৮,০২৪ |
| ছাগলের খামার | ৩,৯০১ | ০২ | ৩,৯০৩ |
| ভেড়ার খামার | ৩,৬১৪ | ০১ | ৩,৬১৫ |
| **মোট** | **৬৫,৫১২** | **৩০** | **৬৫,৫৪২** |
| ব্রয়লার খামার | ৫৩,৮৩৪ | ০৪ | ৫৩,৮৩৮ |
| লেয়ার খামার | ১৮,৫৫৫ | ০৫ | ১৮,৫৬০ |
| হাঁস খামার | ৭,৬৮০ | - | ৭,৬৮০ |
| হ্যাচারী/ প্যারেন্ট স্টক | ২২০ | - | ২২০ |
| মোট হাঁস-মুরগীর খামার | ৮০,২৮৯ | - | ৮০,২৮৯ |
| সর্বমোট খামার | ১,৪৫,৮০১ | ৩৯ | ১,৪৫,৮৪০ |

পরবর্তীতে রেজিষ্ট্রেশন হলে তার তথ্য প্রেরণ করা হবে। (ক) দেশের সকল বেসরকারী খামার নিবন্ধনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।ফিড মিল জানুয়ারী/২০১৬ পর্যন্ত ১০৯টি রেজিষ্ট্রেশন হয়েছে এবং ৫৭টি আবেদনপত্র রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।ল্যাবরেটরী রেজিস্ট্রেশনের জন্য ৩(তিন)টি আবেদন পত্র পাওয়া গেছে। আবেদন পত্রের আলোকে যাচাই বাছাইয়ের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কমিটির কার্যক্রম চলমান আছে।  | দেশের সকল বেসরকারি খামার, ফিডমিল ও ল্যাবরেটরি নিবন্ধনের আওতায় আনার জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং মুরগির বাচ্চার মূল্য পুনঃ নির্ধারণের প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | DG, DLS/উপসচিব (প্রাস-২) |
| ৬.২ | ঝিনাইদহ ভেটেরিনারি কলেজের জনবল নিয়োগ।  | মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, ঝিনাইদহ সরকারী ভেটেরিনারি কলেজের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর জনবল নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।  | ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১)/ যুগ্মপ্রধান/ DG, DLS  |
| ৬.৩ | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে পদ সৃজন।  | উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-১) সভাকে অবহিত করেন যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের লক্ষ্যে রাজস্বখাতে পদসৃজনের বিষয় বিবেচনার লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।  | বিষয়টি Follow up অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | DG, DLS/উপসচিব (প্রাস-১)  |

৭। বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা/ অগ্রগতি | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য  | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ৭.১ | বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলে কর্মরত ১১+৪=১৫ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীর পদের অনুমোদন।  | উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-৩) সভাকে অবহিত করেন যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১১/৫/২০১৫ তারিখের চাহিদা মোতাবেক অর্থ বিভাগের বেতন স্কেল নির্ধারণের সম্মতি পত্র পাওয়া গেলেও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনানুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের গত ০১/৭/২০১৫, ১৭/৫/২০১৫ ও ২৭/৫/২০১৫ তারিখের পত্রের চাহিদামতে রেজিস্ট্রার কর্তৃক বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল অর্গানোগ্রামের কপি (প্রস্তাবিত পদগুলি ভিন্ন কালিতে প্রদর্শনসহ) এখনও প্রেরণ করেনি। তৎপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয় হতে ১৫/১২/২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের অর্গানোগ্রামটি অনুমোদিত হয়েছে কিনা- অনুমোদিত হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতির কপিসহ প্রেরণ এবং অর্গানোগ্রামটি অনুমোদিত না হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের ২৯/০১/২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত জি,ও পত্রের নির্দেশ মোতাবেক সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের চেকলিস্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল অর্গানোগ্রামের কপি (প্রস্তাবিত পদগুলি ভিন্ন কালিতে প্রদর্শনসহ) তথ্য ও প্রমাণক সংযুক্তসহ অনুমোদনের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলকে অনুরোধ করা হয়েছে। উক্ত তথ্যাদি না পাওয়ায় এ মন্ত্রণালয় হতে গত ১৯/০১/২০১৬ তারিখে তাগিদ পত্র-১ এ রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলকে পুনরায় অনুরোধ করা হয়েছে। অদ্যাবধি তথ্যাদিসহ কোন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন যে, কোন সংস্থায় পত্র প্রেরণ করার পর সময়মত তথ্য/জবাব পাওয়া না গেলে ১৫ দিনের মধ্যে তাগিদ দিতে হবে। পরবর্তীতে তথ্য পাওয়া না গেলে এভাবে তাগিদ-০১, তাগিদ-০২ ও তাগিদ-০৩ দেয়ার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। সময়মত তাগিদ না দিলে সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাকে জবাবদিহি করতে হবে মর্মেও সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। একাধিকবার তাগিদ দেয়ার তথ্য/জবাব পাওয়া না গেলে পরবর্তীতে নথিটি সচিব মহোদয় বরাবর উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।  | বিষয়টি Follow up অব্যাহত রাখা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য/জবাব পাওয়া না গেলে পযায়ক্রমে একাধিক তাগিদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | উপসচিব (প্রাস-৩)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |

৮। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য  | বাস্তবায়নে |
| ৮.১ | নিয়োগবিধি অনুমোদন।  | উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের নিয়োগবিধির বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৬/৫/২০১৫ তারিখে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ১১শ সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে যে, “উপযুক্ত পযবেক্ষণের আলোকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের বিদ্যমান জনবল মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সঙ্গে একীভূত করতে পারে”। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের নিয়োগবিধির বিষয়ে সচিব কমিটির সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত পুনঃ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  | সচিব কমিটির সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত পুনঃ প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | উপসচিব (প্রশা-২)/ উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর। |

৯। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| ৯.১ | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কল্যাণ তহবিলের অনুমতি।  | উপসচিব (মৎস্য-৫) সভাকে অবহিত করেন যে, সরকারি কর্মচারি কল্যাণ বোর্ডের অনুমোদন না থাকায় বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ কল্যাণ তহবিল হতে কোন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না। তৎপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর গত ২৫/৮/২০১৪ তারিখে একটি আধা-সরকারি (ডি,ও) পত্র দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের আগামী বোর্ড সভায় এ বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কল্যাণ তহবিলের বিষয় আগামী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | DG, BFRI/ উপসচিব (মৎস্য-৫)  |

১০। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| ১০.১ | বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৩৯৪টি পদ সৃজন  | মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে জানান যে, বিএলআরআই এর ৩৯৪টি নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাবের বিষয়টি সমন্বয় সভার এজেন্ডায় অন্তর্ভূক্ত করার জন্য প্রস্তাব করেন। | বিএলআরআই এর ৩৯৪টি নতুন পদ সৃজনের বিষয়ে পরবর্তী কাযক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | DG, BLRI/ সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাণিসম্পদ-২)  |

১০। মেরিন ফিশারিজ একাডেমি

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| ১০.১ | মেরিন ফিশারিজ একাডেমিতে কর্মরত প্রশিক্ষক এবং কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট হতে সংগৃহিত টিউশন ফি ও অন্যান্য কোর্স ফি এর ৩৫% সম্মানী ভাতা। | উপসচিব (মৎস্য-৪) সভাকে অবহিত করেন যে, মেরিন ফিশারিজ একাডেমিতে কর্মরত প্রশিক্ষক এবং কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট হতে সংগৃহিত টিউশন ফি ও অন্যান্য কোর্স ফি এর ৩৫% সম্মানী ভাতা প্রদান বিষয়ে গত ১৫/৪/২০১৫ অর্থ বিভাগে পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে অর্থ বিভাগের যাচিত তথ্যাদি মেরিন ফিশারিজ একাডেমি হতে মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে এবং উক্ত তথ্যাদি গত ১৬/০২/২০১৬ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।  | বিষয়টি Follow up করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | উপসচিব (মৎস্য-৪)/ অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি  |
| ১০.২ | মেরিন ফিশারিজ একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা-২০১৫ অনুমোদন | উপসচিব (মৎস্য-৪) সভাকে অবহিত করেন যে, মেরিন ফিশারিজ একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা-২০১৫ এর সংশোধিত প্রস্তাব মেরিন ফিশারিজ একাডেমি হতে গত ১৭/০২/২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে। উক্ত নিয়োগ বিধিমালাটি প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে উপস্থাপনের নিমিত্ত প্রক্রিয়াধীন আছে।  | মেরিন ফিশারিজ একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা-২০১৫ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে উপস্থাপনের নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে দ্রুত প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | উপসচিব (মৎস্য-৪)/ অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি  |

১১। বিবিধ

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য  | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ১১.১ | আই,টি বিষয়  | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর সহায়তায় মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে মন্ত্রণালয় ও মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের ভিডিও কনফারেন্সিং করার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন কর্মকর্তা- কর্মচারীগণকে আইটি বিষয়ে (ই-মেইল, ই-ফাইলিং, ভিডিও কনফারেন্সিং ইত্যাদি) প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই মৎস্য অধিদপ্তর তার নিজস্ব ডমিন-এ ই-মেইল ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেছে, যার ই-মেইল আইডি সংখ্যা প্রায় ৮০০ এবং গ্রুপ মেইল সংখ্যা ৭০। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** ভিডিত্ত কনফারেন্সিং সিস্টেম বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে (BCC)-এর সহায়তায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ই-মেইলে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ই-ফাইলিং, ট্রেনিং ইত্যাদি বিষয়ে আর্থিক বরাদ্দ পাওয়া গেলে তা বাস্তবায়ন করা হবে। **বিএলআরআইঃ** আগামী ৪-৭ মার্চ ২০১৬ তারিখে ২০ জন কর্মচারীকে ICT বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিএলআরআই কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। Unicode ব্যবহারের উপর ১৭ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।**বিএফআরআইঃ** বিএফআরআই-এ ইতিমধ্যে ই-মেইল ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। ই-ফাইলিং ও ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখিত বিষয়সমূহের উপর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। **বিএফডিসি** বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটে আইটি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা দ্রুত নেয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে ০২ জন কর্মকর্তাকে এটুআই প্রোগ্রামে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। | মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সংস্থা/ দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে আইটি বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে ই-মেইল, ই-ফাইলিং, ভিডিও কন্ফারেন্সিং ইত্যাদি ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিঃসচিব (প্রশাসন)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (মৎস্য-১/ প্রশাসন-২) |
| ১১.২ | ইনোভেশন | ইনোভেশন বিষয়ে ‘সমন্বয়’ সভায় পৃথক এজেন্ডা রাখার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  | ইনোভেশন কাযক্রমের অগ্রগতি মাসিক সমন্বয় সভাতে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চীফ ইনোভেশন অফিসার |
| ১১.৩ | বৈদেশিক প্রশিক্ষণ  | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** প্রশিক্ষণ/ সভা/ সেমিনার/ কর্মশালা/ শিক্ষাসফর শেষে কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তনের পর ০৭ দিনের মধ্যে আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। মৎস্য অধিদপ্তরে এ পর্যন্ত ২টি ডি-ব্রিফিং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ডিব্রিফিং-এ নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ হতে প্রত্যাবর্তনকারী ১৯ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। ২৮/০২/২০১৬খ্রি. তারিখে আরো একটি ডি-ব্রিফিং সভা অনুষ্ঠিত হবে।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২২/০২/২০১৬ ইং তারিখের নং- শাখা-৫/প্রতিবেদন:-১(অংশ-৩)/২০০৫/১১৯০ সংখ্যক স্মারক মোতাবেক ০৯ জন (সেপ্টেম্বর/১৫ মাসে ০১ জন চীন, নভেম্বর/১৫ মাসে ০৩ জন থাইল্যান্ড ও ০১ জন ভারত, ডিসেম্বর/১৫ মাসে ০১ জন সুইজারল্যান্ড ও ০১ জন ভারত, জানুয়ারি/১৬ মাসে ০১ জন থাইল্যান্ড ও ০১ জন ভারত) কর্মকর্তার বিদেশে প্রশিক্ষণ/ সভা/ সেমিনার সমাপনান্তে কম্পিউটার প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। | মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকে মন্ত্রণালয়ে ও সংস্থার কর্মকর্তাগণকে সংশ্লিষ্ট সংস্থায় ১৫ দিনের মধ্যে আবশ্যিকভাবে ডিব্রিফিং করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিঃসচিব (প্রশাসন)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (মৎস্য-১/ প্রশাসন-৩)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |
| ১১.৪ | ই-টেন্ডারিং  | মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল সংস্থায় ই-টেন্ডারিং প্রবর্তনের উপর সচিব মহোদয় গুরুত্বারোপ করেন। ১৭-২১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ সেন্ট্রাল প্রোকিউরমেন্ট টেকনিকাল ইউনিট (সিপিটিইউ)-এ PE User Module (ই-টেন্ডারিং)-এ মন্ত্রণালয়ের ০১ জন, মৎস্য অধিদপ্তরের ০২ জন ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ০২ জনসহ মোট ০৫ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। মার্চ ২০১৬ হতে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে দরপত্রের কাযক্রম ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে সম্পন্ন করণের জন্য সচিব মহোদয় পুনঃনির্দেশনা প্রদান করেন। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** ইতোমধ্যে মৎস্য অধিদপ্তরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ই-টেন্ডারিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** ই- টেন্ডারিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে, এবং মার্চ/২০১৬ হতে দরপত্রের কার্যক্রম ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হবে।**বিএলআরআইঃ** ই-টেন্ডারিং বিষয়টির উপর প্রশিক্ষণের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও প্রশিক্ষণ হয়নি। **বিএফআরআইঃ** সংস্থায় কর্মরত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ই-টেন্ডারিং এবং আগামী ০১ মার্চ ২০১৬ থেকে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ক্রয় সংক্রান্ত কাজ সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ই-টেন্ডারিং কাযক্রম চালুর জন্য ইতিমধ্যে IMED এর CPTU-তে আবেদন করা হয়েছে। **বিএফডিসিঃ** বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনে ই-টেন্ডারিং বিষয়টি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াধীন আছে।  | সংস্থা পযায়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের ই-টেন্ডারিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মার্চ ২০১৬ হতে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের দরপত্রের কাযক্রম ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (মৎস্য-১)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |
| ১১.৫ | অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ | এ মন্ত্রণালয়ের সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর/অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, অফিস সহায়কদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ২৫ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ হতে শুরু হয়ে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ (প্রথম পযায়)-এ শেষ হয়েছে। অবশিষ্ট গাড়ী চালকদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আগামী সপ্তাহ থেকে শুরু হবে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত সচিবালয় নির্দেশনাবলী/ চাকুরি বিধিমালা/ আর্থিক বিধিমালা/ আইটি/ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল/ তথ্য অধিকার আইন/ এপিএ/ অডিট/ আইটি/ ইনোভেশন/ সিটিজেন চার্টার/ নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে ১০০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ অন্তর্ভূক্ত করে বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিগত জানুয়ারি মাসে ১৮ হাজার ৫০৭ জন সহ চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই হতে জানুয়ারি পর্যন্ত ৭১ হাজার ৬৯০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** (১) অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। (২) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২২/০২/২০১৬ ইং তারিখের নং- শাখা-৫/প্রতিবেদন:-১(অংশ-৩)/২০০৫/১১৯৪ সংখ্যক স্মারক মোতাবকে অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে (অডিট, হিসাব, আইটি ইত্যাদি ) অন্তর্ভূক্ত করে অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উপ-পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর সমূহকে পত্র দেয়া হয়েছে।**বিএফআরআইঃ** সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত ইতিমধ্যে ১০০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটে এ পযন্ত ৫০ জন কর্মকর্তা এবং ৬৫ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন বিষয়ে ১০০ ঘন্টার বেশি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাকিদের পযায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।**বিএফডিসিঃ** বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কপোরেশনে বিষয়টি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে মার্চ ২০১৬ মাসে প্রশিক্ষণের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। | মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সকল সংস্থায় অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কাযক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিঃসচিব (প্রশাসন/ বাজেট)/ উপসচিব (মৎস্য-১/ প্রশাসন-৩/ বাজেট)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |
| ১১.৬ | সিটিজেন চার্টার | সম্প্রতি পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, অধীনস্থ সকল অফিসে নতুন ফরম্যাটে প্রণীত সিটিজেন চার্টার এখনও তৈরী করা হয়নি। নতুন ফরম্যাটে সিটিজেন চার্টার তৈরী করতে হবে যাতে প্রদত্ত সকল সেবার নাম উল্লেখ থাকে। মন্ত্রণালয়ের/ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ যখন পরিদর্শনে যাবেন তখন উক্ত সিটিজেন চার্টার যথাযথভাবে তৈরী হয়েছে কিনা তা দেখবেন। নতুন ফরম্যাটে প্রণীত সিটিজেন চার্টার তাঁর অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোড করা এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টার এর সঙ্গে লিংক করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৩/১১/২০১৬ তারিখে অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থায় পত্র দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টার দেয়ালে প্রদর্শনের জন্য সকল অনুবিভাগে পত্র দেয়া হয়েছে এবং ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা হচ্ছে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** পরিবর্তিত ফরমেটে সিটিজেন চার্টার তৈরি করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। সিটিজেন চার্টার উপযুক্ত স্থানে স্থাপন ও জনগণের সেবা নিশ্চিত করার বিষয়টি চলমান রয়েছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নীচতলায় অভ্যর্থনা কক্ষের দেয়ালে সিটিজেন চার্টার টানিয়ে দেয়া আছে এবং তা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। বিষয়টি সার্বিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের ১০/১১/২০১৫ খ্রি: তারিখের নং-২২৯৪ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে। **বিএফআরআইঃ** সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ করে উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করা হয়েছে ও জনগণের সেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে।  **বিএফডিসিঃ** সিটিজেন চার্টারবাস্তবায়ন করা হয়েছে। **বিএলআরআইঃ** সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।  | সিটিজেন চার্টার হালনাগাদকরণ, উপযুক্ত স্থানে স্থাপন ও জনগণের সেবা নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিঃসচিব (প্রশাসন)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (প্রশাসন-২)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা  |
| ১১.৭ | উপজেলা পযায়ে অফিস ও প্রকল্প পরিদর্শন। | জেলা পযায়ের কর্মকর্তাগণ মাসে অন্তত ০১ বার আবশ্যিকভাবে উপজেলা পযায়ের অফিস এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন ও পরিদর্শন প্রতিবেদন ০৫ দিনের মধ্যে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। তবে মার্চ ও এপ্রিল ২০১৬ মাসে একাধিকবার পরিদর্শন করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকল জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণকে অবহিত করা হয়েছে এবং অনুসরণ করা হয়েছে।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ আবশ্যিকভাবে মাসে অন্তত ০১ বার উপজেলা পর্যায়ের অফিস এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন ও পরিদর্শন প্রতিবেদন ০৫ দিনের মধ্যে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ০৩/১১/২০১৫ তারিখের নং-৩৩.০১.০০০০.৭০০.০৩.১১০(১).১৫/৫৭১ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়েছে, যা বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে।  | জেলা পযায়ের কর্মকর্তাগণ আবশ্যিকভাবে মাসে অন্তত ০১ বার উপজেলা পযায়ের অফিস এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পরিদর্শন রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ ও সুস্পষ্ট পরিদর্শন প্রতিবেদন ০৫ দিনের মধ্যে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিঃসচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১)/ যুগ্মপ্রধান/ সকল সংস্থা প্রধান |
| ১১.৮ | রেকর্ড শ্রেণিভূক্তকরণ | উপসচিব (প্রশাসন-২) সভাকে জানান যে, এ মন্ত্রণালয়ের সকল অধিশাখা/শাখার নথি/ রেকর্ডসমূহ ক, খ, গ ও ঘ শ্রেণিভূক্তির কাজ শেষ হয়েছে। তবে বিনষ্টযোগ্য নথিগুলোর তালিকা করা হচ্ছে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের রেকর্ডসমূহ ক, খ, গ ও ঘ শ্রেণিতে শ্রেণিভূক্তকরণ করা হয়েছে। এতদসংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন ২৫.০১.২০১৬ খ্রি. তারিখে পত্র নং ৩৩.০২.০০০.১০২.০১.০১৩.১১-৫৯ এর মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** নথি/ রেকর্ডসমূহ ক, খ, গ ও ঘ শ্রেণীভূক্ত করে যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে এবং অপ্রয়োজনীয় নথি বিনষ্ট করার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। বিনষ্টযোগ্য নথিগুলো আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বিনষ্ট করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। নথি বিনষ্টকরণের জন্য মেশিন ক্রয় করার জন্যও সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  | বিনষ্টযোগ্য নথিগুলোর তালিকা প্রস্তুত ও বিধিবিধান যথাযথ অনুসরণপূর্বক আগামী সভার পূর্বেই বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকাসহ বিনষ্টের অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব সচিব মহোদয়ের বরাবরে দাখিল এবং নথি বিনষ্টকরণ মেশিন ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ মৎস্য/ বাজেট)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১/ প্রাণিসম্পদ-২)/ যুগ্মসচিব/সকল কর্মকর্তা |
| ১১.৯ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল  | কর্মস্থলে কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, সততা ও নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, যথাসময়ে কর্মসম্পাদন, চাকরি বিধি ও আর্থিক বিধি যথাযথ অনুসরণ ইত্যাদি বিষয় শুদ্ধাচার কৌশলের অংশ। সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে ব্রিফিং ও ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করার জন্য সচিব মহোদয় বিশেষ গুরুত্বারোপ করে তা অবশ্যই প্রতিপালন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের ৭টি বিভাগীয় দপ্তরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সকলকে সচেতন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা/২০১৫ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহনের জন্য মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১৫/১২/২০১৫ ইং তারিখের নং-৩৩.০১.০০০০.০০১.৫৩. ৮৩৩.১৪-২৫৮৯ সংখ্যক স্মারক মোতাবেক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।**বিএলআরআইঃ** সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের উপর কর্মকাঠামো প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত বিষয়ের উপর ২৩ জন বিজ্ঞানিকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। **বিএফআরআইঃ** জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সকলকে সচেতনা করা ও সকল পযায়ে তা প্রতিপালন করার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। **বিএফডিসিঃ** বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কের্পোরেশনে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়টি প্রতিপালন করা হচ্ছে।  | (১) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সকলকে সচেতন করা ও সকল পযায়ে তা প্রতিপালনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (২) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে শুদ্ধাচার বিষয়টির উপর ০১টি ক্লাস অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-২)/ সকল সংস্থা প্রধান |
| ১১.১০ | নিরাপত্তা ও অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য ইতোমধ্যেই মৎস্য অধিদপ্তরের সম্মুখভাগসহ প্রতি তলায় সিসিটিভি স্থাপন করা হয়েছে। অত্র দপ্তরে ১২টি সংক্রিয় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র (Fire Extinguisher) গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল দপ্তর ও স্থাপনার নিরাপত্তা জোরদারকরণার্থে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাঠ পর্যায়ে মৎস্য অধিদপ্তরের পত্র নং- ৩৩.০২. ০০০০.১০৫.০৬.০০৪.১৪-১৩৯৯ তারিখ: ১০/১১/২০১৫ খ্রি. এর মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহে নিরাপত্তা জোরদার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের প্রধান ফটকে সার্বক্ষনিক গার্ড দায়িত্বে আছে, মূল ভবনের ফটকেও পালাক্রমে সার্বক্ষনিক গার্ড দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়া অধিদপ্তরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ২০ টি CC Camera স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সেই সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় নিরাপত্তা জোরদার করণের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। **বিএলআরআইঃ** নিরাপত্তা ও অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা জোরদারকরণের নিমিত্ত সিসিটিভি স্থাপন, ওয়াকিটকি এবং ল্যাবরেটরিতে অগ্নিনির্বাপন স্বরূপ ফায়ার এক্সটিং গুইসার লাগানো আছে, প্রতিবছর তাহা রি-ফিল করা হয়। **বিএফআরআইঃ** ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কেন্দ্র/উপকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসিটিভি ও অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।**বিএফডিসিঃ** প্রধান কাযালয়সহ অধিকাংশ বহিঃস্থ ইউনিটসমূহে অগ্নিনির্বাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া রাঙ্গামাটি কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।  | সংস্থায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসিটিভি ও অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিঃসচিব (প্রশাসন)/ সকল সংস্থা প্রধান |
| ১১.১১ | অভিযোগ নিষ্পত্তি | উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, মন্ত্রণালয়ে সহজে দৃষ্টি গোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে এবং তা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ০২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য স্বচ্ছ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। উপ-পরিচালক, প্রশাসনকে ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের নীচ তলায় সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া অভিযোগ নিষ্পত্তি করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়টি কার্যকর রয়েছে। উল্লেখ্য, অদ্যাবধি অভিযোগ বাক্সে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।**বিএলআরআইঃ** অভিযোগ বাক্স দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে রাখা হয়েছে এবং কমিটি গঠন করে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। **বিএফআরআইঃ** দপ্তরে সহজে দৃষ্টি গোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। অভিযোগ প্রাপ্তির পর তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। | দপ্তরের সহজে দৃষ্টি গোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন, কমিটি গঠন ও প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ যুগ্মসচিব (প্রাস-২)/ সকল সংস্থা প্রধান |
| ১১.১২ | জেলা/ উপজেলা দপ্তরে উন্মুক্ত দিবস ঘোষণা | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** জেলা/ উপজেলা মৎস্য দপ্তরে মাসে নির্দিষ্ট ০১ দিন উন্মুক্ত দিবস হিসেবে ঘোষণা এবং মৎস্য বিষয়ক বিশেষ সেবা প্রদানের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের পত্র নং -৩৩.০২.০০০০.১০২.৩৪.৭২০.৮৬.৯৮৬(৭) ; তারিখ ২৭/১০/২০১৫ এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।বিষয়টি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তরের মৎস্য পরামর্শ দিবস বাস্তবায়নের তথ্যাদি ১৪.০১.২০১৬ খ্রি. তারিখের পত্র নং ৩৩.০২.০০০০.১২০. ০২.০১৪.১৫.২৪ এর মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২৭/১০/২০১৫ খ্রি: তারিখের নং- ৩৩.০১.০০০০.১১১.০০. ০০০.১৫-২১৭৮ সংখ্যক স্মারক মোতাবেক এ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।  | জেলা/ উপজেলা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ দপ্তরে মাসে নির্দিষ্ট ০১ দিন উন্মুক্ত দিবস ঘোষণা এবং উন্মুক্ত দিবসে দপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিত থেকে জনগণের সেবা নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | DG, DOF/ DG, DLS/ উপসচিব (প্রাস-১ ও মৎস্য-১)  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| ১১.১৩ | ডুমুরিয়া, খুলনাতে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদনকারীদের হয়রানি করা | উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন) সভাকে জানান যে, খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলাতে জেলা প্রশাসক মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদনকারী খামারীদের প্যাকেটজাত দুধ বিক্রি করায় জরিমানা এবং দুগ্ধ যন্ত্র জব্দ করার ফলে তাঁরা নিরুৎসাহিত হচ্ছে।  | উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন) এর লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনে জেলা প্রশাসককে সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে আধা-সরকারি (ডিও) পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১)/ DG, DLS/ উপসচিব (প্রাস-১)/ উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন)/ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা |

১২। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

|  |  |
| --- | --- |
|   |  স্বাক্ষরিত/-২৩/৩/২০১৬  (মোঃ মাকসুদুল হাসান খান)সচিব |